পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে বাংলায় নারী শিক্ষার পাঠক্রম সংক্রান্ত সমস্যা

উনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষিত পুরুষ সমাজ মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। বহু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বহু মিশনারীদের উদ্যোগে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগতি লক্ষ্য করা **যায়।১৮১৯ কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল** সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হল।বিলেত থেকে মিস মেরি অ্যান কুককে আনা হলো মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কিন্তু সে ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।কারণ কোন বড় ঘরের মেয়েরা এখানে পড়তে এলেন না। নিম্নবর্ণের বা খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরা যতটা না পড়ার জন্য এলেন তার থেকে বেশি স্কুলে খাবার, পোশাক-আশাক পাওয়া যাবে এই লোভে এলেন। স্কুল তৈরি হলো কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হলো না।

১৮৪৯ এ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেথুন এর উদ্যোগে।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত ছিলেন। স্কুলের প্রথম ছাত্রী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবী, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা।১৮৪৭ এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার এবং নবীন কৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বারাসাত মহাকুমার দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠক্রম সংক্রান্ত বিতর্ক

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ানো হতো বাংলা ভাষায়।খ্রিস্টান মিশনারীরা মেয়েদের পড়াশোনার জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বাইবেল পড়ানো হতো। অনেকের ভয় হলো যে স্কুলগুলোতে মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার একটা জায়গা।এছাড়া যেহেতু সমাজের তলার দিকে মেয়েরা এখানে পড়তে আসে তাই তাদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়েদের পড়তে পাঠানো যাবে না। সেজন্য নতুন করে অনেক স্কুল তৈরি করা হয় যাতে ভদ্র হিন্দু শিক্ষিত ঘরের মহিলারা পড়তে

আসেন। বেথুন স্কুলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।ভদ্র ঘরের মেয়েদের এখানে যাতে পড়তে পাঠানো হয় সম্ভবত সেই জন্য এই স্কুলের প্রসপেক্টাসে লেখা ছিল শুধুমাত্র ভদ্র ঘরের মেয়েরা এখানে শিক্ষালাভের অধিকারী।

সমস্যা দেখা দিল কারা পড়াবেন? ভদ্র ঘরের মেয়েরা পুরুষদের কাছে পড়বেন না।ফলে বিদেশ থেকে ইংরেজি মহিলারা পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন। বিদেশি মহিলারা বাংলা পড়াবেন কিভাবে? কিংবা বাঙালি মেয়েরা ইংরেজি ভালো করে কিভাবে শিখতে পারবে এইরকম নানা ধরনের প্রশ্ন উঠে এলো। একটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হলো মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষাদান করা আদৌ প্রয়োজন আছে কি নেই? কারণ ইংরেজি শিক্ষা শুধুমাত্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাংলা পড়াবার জন্য মেয়েদের পন্ডিত নিযুক্ত করা হলো।

কিন্তু উপনিবেশিক সমাজ মেয়েদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তখনও নমনীয় হয়নি।অনেক শিক্ষিত লোকের মনে করতেন লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের যে সহজাত নম্রতা বিনয় ইত্যাদি গুন আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষা মেয়েদের অহংকারী করে তুলবে, তারা কাউকে মানতে চাইবে না, এতে সংসার নষ্ট হবে। এরকম ভাবনা শুধুমাত্র পুরুষেরই নয় বেশ কিছু স্ত্রীলোকের ও ছিল।মেয়েরা কিছুক্ষেত্রে তখনই লেখাপড়া শিখতে পারলেন যখন বাড়িতে বাবা বা স্বামী তাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করলেন।আশ্চর্যের বিষয় যারা স্ত্রীশিক্ষার প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং যারা সঠিকভাবে মনে করতেন শিক্ষিত পুরুষের স্ত্রী যদি শিক্ষিত না হন তবে তিনি যোগ্য সহধর্মিনী হতে পারবেন না, তাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরাই স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করেননি বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছেন।উপনিবেশিক আমলে যেসব শিক্ষিত মহিলার কথা আমরা জানতে পারি প্রত্যেকেই কিন্তু বাড়িতে বসেই লেখাপড়া শিখেছেন, তারা কোন স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেন নি।আরেকটা কারণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হলো যাতে তারা যোগ্য স্ত্রী হতে পারে তাদের নিজস্ব প্রয়োজন বা আগ্রহের জন্য নয়।

নব প্রবর্তিত স্কুলগুলিতে মেয়েদের পাঠক্রম কি হবে এ নিয়ে প্রবল মতপার্থক্য দেখা গেল সমাজের বিদ্বজ্জন এর মধ্যে। কেশবচন্দ্র সেন মনে করতেন মেয়েদের বিজ্ঞান গণিত পড়ার দরকার নেই। তাদের কিছুটা সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ,সেলাই , গৃহ বিজ্ঞান্ ,স্বাস্থ্য সচেতনতা এইসব পড়ানো উচিত। কারণ যতই লেখাপড়া শিখুন মেয়েদের স্থান তো ঘরের মধ্যেই তাদের তো বাইরে কোন কাজ নেই। দুর্গামোহন দাস শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে রেডিক্যাল সংস্কারকরা এতে আপত্তি জানালেন।তাদের মত হল- মেয়েদের যদি ছেলেদের মত উচ্চ শিক্ষিত করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে তাদের পাঠক্রমে তফাৎ থাকবে কেন? শিবনাথ শাস্ত্রী সমস্ত বিষয় মেয়েদের শিক্ষা দান করতেন বলে জানা যায়।

অবশ্য অধিকাংশ মহিলারাও মনে করতেন তাদের এবং ছেলেদের পড়ার বিষয়ে এক হবার প্রয়োজন নেই। ছেলেদের কাজ বাইরের জগতে আর মেয়েদের জগত হচ্ছে তাদের গৃহ।সুতরাং মেয়েরা যাতে গৃহ কর্মনিপুণ হতে পারে, স্বামী সন্তান ও আত্মীয় পরিজনের যত্ন করতে পারে, সন্তানকে যোগ্যভাবে প্রতিপালন করতে পারে-সেই শিক্ষাই মেয়েদের প্রয়োজন। *বঙ্গমহিলা* র সম্পাদিকা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের লেখাতে এই ধরণের ভাবনাচিন্তা প্রতিফলিত হয়। ১৮৭৮ এ *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় লেখা হলো- "আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নয়...আমরা মনে করি মেয়েদের এমন সব বিষয় পড়া উচিত যা তাদের যোগ্য স্ত্রী এবং যোগ্য মাতা হতে সাহায্য করবে। বর্তমানে যে শিক্ষা চলছে তা মেয়েদের বিলাসী এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে, এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয়"। এইসময় ইংল্যান্ডেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষ সমাজের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়নি। **১৯২০ অক্সফোর্ড ১৯২৩ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে** মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার দান করে। ভারতের ক্ষেত্রে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখি বসু কে উচ্চশিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য এরকমভাবে লড়াই করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি আদায় করে নিতে হয়েছিল।